অনুদান অনুযোগ

অসিত মুখোপাধ্যায়

গ্রুপ থিয়েটারগুলির আর্থিক দৈন্যদশা বরাবরই। সঙ্গত কারণেই। এই দৈন্য ঘোচাতে কারুর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। একটি প্রযোজনার ব্যয়ভার এখন এতই বেড়ে গেছে যে নিজেদের গাঁটের কড়ি দিয়ে তা সামলানো দায়। একসময়ে যা সম্ভব ছিল। অকাদেমি মঞ্চে এখন একটি সন্ধ্যায় অভিনয়ের খরচ সাড়ে চারহাজার টাকার বেশি বৈ কম না। টিকিট বিক্রি থেকে এই টাকা তোলা সব দলের পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ সাহায্যের হাত বাড়ালে ভাল হয়। কে আর বাড়াবে? এখন তো আর রাজা-রাজড়া, জমিদাররা নেই। দু-চারটে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিজ্ঞাপনটুকু স্পনসর করে। তাদের পক্ষে অগণিত নাট্যদলের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থায় সরকার এগিয়ে আসুক সেটাই কাম্য। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রুপ থিয়েটারকে যে মর্যাদা দিয়েছে তার জোরেই এমন কামনা করা গেছে। গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রত্যাশা বেড়েছে এই সংস্কৃতিদরদী সরকারের কাছে। সরকার এগিয়ে এসেছেও। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও কিছু আর্থিক সাহায্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেক দল পাচ্ছে। প্রয়োজনের সবটাই সরকার মেটাবে এমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়াতে পেছনে কেউ আছে এমন ভাবতে পারার মধ্যেও একটা স্বস্তি পাওয়া যায়। নীতিগতভাবে এমন সাহায্য খুবই জরুরি। তাই কাম্যও। তা সরকার সে কামনা পূরণ করতে হাত বাড়িয়েছে। দলগুলির সাহায্য পাওয়া জরুরি ছিল, দলগুলি তা পাচ্ছে। তবে তো আদর্শ পরিবেশ। বিরোধ কোথায়? কিন্তু ইদানীং এই সাহায্যকে কেন্দ্র করে নানা মন্তব্য অনুযোগ শোনা যায়। সব দলকে খুশি করা কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কিছু অনুযোগ থাকবেই। যারা পাবে না তারা না-পাওয়া দলগুলির পাবার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। বিচারে দু-একটা ভুলভ্রান্তি হতেই তো পারে। তবে সামগ্রিকভাবে বণ্টনব্যবস্থায় আমি অন্তত অখুশি নই। সেইসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে সম্প্রতি দলগুলির গ্রান্টনির্ভরতা বেড়েও যাচ্ছে। যাদের সঙ্গতি আছে তারাও আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত পাতছে। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে—দু পক্ষেই যুক্তি আছে। সেই যুক্তির সূত্র ধরেই বুঝি আর একটা কথার চল হয়েছে যে, হাত পেতে সরকারের কাছ থেকে গ্রান্ট নিতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটারগুলি বুঝি তাদের প্রতিবাদী চরিত্র বিসর্জন দিয়েছে। সভা-সমিতিতে এমন বিতর্ক উঠছেও। এ বিষয় নিয়ে লেখার অনুরোধ মাঝে-মাঝেই আসে। কেন এ অভিযোগ? সরকার অব্যবসায়িক দলগুলিকে অর্থ সাহায্য করবে এটা তো সঙ্গত দাবি। তাহলে নিতে বাধা কোথায়? এ কোনও

দাক্ষিণ্য নয়। আর হাত পেতে নিলেই বুঝি চরিত্র বদলে যায়? সত্যিই কি প্রতিবাদ হারিয়ে গেছে গ্রুপ থিয়েটারের কাজে? আসলে প্রতিবাদ বলতে এতদিন লোককে যা বোঝানো বা দেখানো হয়েছে তাতেই বোধকরি একটু ফাঁকি থেকে গিয়েছিল। বেশ হাঁকডাকের সঙ্গে সহজ-সরল ভাষায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় সস্তা হাততালি পাওয়াই ছিল যেন গ্রুপ থিয়েটারের মূল লক্ষ্য। নইলে প্রগতিবাদী ইমেজ গড়া যায় না যেন! বেশি হাঁকডাক যার সে তো নজর কাড়েই। নজর-কাড়াটা যে বড় জরুরি।

চারপাশে ব্যস্তসমস্ত মানুষ। প্রত্যেকের নিজের-নিজের জটিলতা। তার ফাঁকে চারপাশ খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখার এবং শুধু দেখা নয় বিচার করার অতশত সময় কোথায় লোকের। তাই হাঁকে আকৃষ্ট করতে পারলে সুবিধে দুপক্ষেরই। আবার অসুবিধেও যে কম নয়। প্রতিবাদী ইমেজ একবার গড়ে উঠলে হ্যাপাও যে মেলা। সেই হ্যাপার ফল ফলছে এখন। প্রতিবাদের টার্গেট সরে গেছে। সরকার বদল হয়েছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক করার সীমাবদ্ধতা এখানেই। নাটকের উদ্দেশ্য বোধকরি অত স্থূল নয়। সূক্ষ্ম চেতনার উন্মেষ ঘটানোই এই থিয়েটারের লক্ষ্য। মোটা দাগের আবেগ-সর্বস্ব থিয়েটার নয়। প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর উল্লেখ শুনি—'থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়।' ঠিকই এ কথাটা শ্রীরামকৃষ্ণের আবিষ্কার নয়। ব্যাখ্যা। থিয়েটারে লোকশিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের আগেও হতো। এখনও হয়। লোকশিক্ষা মানে রাজনৈতিক তত্ত্বশিক্ষা নয়। লোকচরিত্র থেকে শিক্ষা। অভিজ্ঞতা। বিশেষ পরিবেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের আচার-আচরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া। অন্যের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া। বাস্তবে আমরা সেভাবেই শিক্ষিত হই। কিন্তু এই শিক্ষা দিতে গিয়ে লক্ষ্য যদি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে তখন ওই শিক্ষায় অর্ধসত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। একটি নাটকে দেখেছিলাম কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করছে বিরোধী মতের দুষ্কৃতিরা। খুবই মর্মস্পর্শী সেই অত্যাচারিতদের কাহিনী। কিন্তু তা যে অর্ধসত্য। ওই অত্যাচারিতরাই যে অন্যত্র বদলা নিতে অত্যাচারীর ভূমিকা নিচ্ছে, সেকথাটা নাটকে চেপে যাওয়া হচ্ছে। কোনটা যে কার বদলা বোঝা দুষ্কর। এমনই একাধিক অত্যাচারিতের মৃত্যুতে স্মরণসভায় নিন্দাধ্বনি যেমন শুনেছি, বদলার সঙ্কল্প নিতেও দেখেছি। তাহলে কীসের নিন্দা। যা নিন্দনীয় তা সদাই নিন্দনীয়। অন্যে করলেও, আমি করলেও। 'বদলা' বিশেষণ লাগিয়ে দিলে নিন্দাভার কমে না। তাহলে নৈতিকতা কোথায়। কিন্তু লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ হলে তাই হয়। নৈতিকতার প্রতি চোখ টিপতে হয়। নইলে ভয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হই। হাউসফুল যদি না হয়। 'মাস' যদি না 'খায়'। কিন্তু বুদ্ধির কাছে আবেদন পৌঁছে দিতে গেলে 'মাস'-এর কথা ভাবলে চলবে কেন? ওখানেই তো ব্যবসায়িক থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের তফাত। এই গোঁজামিলও বোধহয় ওই বিভ্রান্তির আর একটা কারণ।

এই থিয়েটারের হাউসফুল না হওয়াটারই চল ছিল এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও। এখন

বেশ কয়েকটি দলের হাউসফুল না হওয়াটাই আশ্চর্যের। এ আবার কেমন কথা! চোখ কি একটু টাটায় না! অতএব সহজ সিদ্ধান্ত—এরা আর প্রতিবাদী নেই। প্রতিবাদের অর্থ টাই যে অন্য ছিল। আমার তো মনে হয় এখনই সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে বৃহত্তর অর্থে প্রতিবাদী হয়েছে। হাঁকডাক নেই বটে, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। সুমতি (বেলা অবেলার গল্প), দ্রৌপদী (নাথবতী অনাথবৎ), অলকানন্দা, মালঞ্চী, ভবতারণ (ভস্মা), অপর্ণা (বিসর্জন) প্রমুখের নীরব প্রতিবাদে তথাকথিত দায়বদ্ধতা হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আবেদন অনেক তীব্র। সুমতি যদিও হাতে ঝাণ্ডা বয়েছেন, অন্যেরা তা না বয়েই প্রতিবাদী থাকতে পেরেছেন। আমার কাছে জগন্নাথ অনেক বেশি প্রতিবাদী মারীচসংবাদের চেয়ে। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় শুধু শ্রমিকদের স্বার্থের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত নয়। রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে সামাজিক ন্যায়-অন্যায় চেনা দরকার। চেনার জন্যে যুক্তিবাদী মন তৈরি করা দরকার। এখন তা হচ্ছেও। তাই দর্শক আবার আসতে শুরু করেছেও। এখানে একটা ভয়ের কথাও আছে। হাউসফুলের মোহে যেন আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে দলগুলি। আবেগের বন্যা বইয়ে যুক্তিবাদের থিয়েটারকে দূরে ঠেলে দেওয়া না হয় যেন। শেক্সপিয়ার, গোগোল, ইবসেন, চেখভ, ব্রেখট, রবীন্দ্রনাথ চর্চা বিফল করে "উৎকা" ইত্যাদি আবেগসর্বস্ব নাটকের পুনর্বাসন না করা হয় যেন। দর্শকের চাওয়ার কাছে নতিস্বীকার না করি যেন। এই অশুভ আশঙ্কা-বোধ করার কারণও ঘটেছে। সম্প্রতি একটি আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল গ্রুপ থিয়েটার ও ব্যবসায়িক থিয়েটারের মধ্যে কোনও ফারাক আছে কিনা এই মর্মে। সভায় আমি হাজির ছিলাম না। কোনও ফারাক নেই প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম সারির নেতারা নাকি সব হাস্যকর যুক্তি রেখেছিলেন বলে শুনেছি। শোনাকথা, অতিরঞ্জন থাকতেও পারে। কিন্তু যা আমাকে আশ্চর্য করেছে তা হল এ ধরনের বিষয় নির্বাচন করেছিল একদল গ্রুপ থিয়েটারকর্মীই। কেন? তাহলে কি তারাও বিভ্রান্ত? এমন বিভ্রান্তিই একদল লোককে অনুদান ইত্যাদি নিয়ে অযৌক্তিক অভিযোগ আনতে সাহায্য করছে না তো? নইলে খামোকা গ্রান্ট বা স্পনসরশিপকে কাঠগড়ায় তোলার অন্য কোনও কারণ তো আমি খুঁজে পাই না। □